কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ

একটি সময়োপযোগী নির্দেশনা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে
হবে। আবার সংখ্যা বৃদ্ধিই সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করবে না। শিক্ষার্থী ও
মানসম্পন্ন শিক্ষক দুটিরই প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে সবার জন্য শিক্ষা
নিশ্চিত করতে বেসরকারি পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল,
যেগুলো রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। এসব
বিদ্যালয় পরে জাতীয়করণ করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল, জাতীয়করণের
পর এসব প্রতিষ্ঠানের মান উন্নত হবে। মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া
হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাবে। সরকারের
উপবৃত্তি ঘোষণার পর শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বেড়েছে। শিশুদের
স্কুলে পাঠাতে এখন অনেক আগ্রহী হয়ে উঠেছেন গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকরা।
শিক্ষাব্যবস্থায় এটি একটি ইতিবাচক দিক। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে
এসে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। তবে এ হার আগের চেয়ে
অনেক কমে গেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো জ্বালাতে রেজিস্টার্ড
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তা বলার
অপেক্ষা রাখে না। শুরু থেকেই এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা
ছিল কম। তখন বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করতে
হতো বলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কমসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিত। এতে
শিক্ষকদের ওপর অনেক বেশি চাপ পড়ত। এখনো অনেক রেজিস্টার্ড
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে অনেকগুলো ক্লাস নিতে হয়। এতে
মানসম্মত শিক্ষা ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে
ক্লাসে যেতে পারেন না।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়—এসব স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা
বাড়ানো। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১০
সালে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় লিখিত ও মৌখিক
পরীক্ষা শেষে নিয়োগের জন্য মেধাক্রম অনুসারে ২০১২ সালে
উপজেলাভিত্তিক তালিকাও প্রকাশ করা হয়। মোট ৪২ হাজার ৬১১ জনের
মধ্য থেকে মেধাতালিকার ক্রমানুসারে আট হাজার শিক্ষক নিয়োগও দেওয়া
হয়। উত্তীর্ণদের প্যানেলভুক্ত করা হয় এবং পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁদের
নিয়োগ দেওয়ার কথা। এখন নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে তালিকাভুক্ত অনেকের সরকারি চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে।
বাধ্য হয়েই এসব প্রার্থী আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আদালত তাঁদের
নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা মনে করি, এই নির্দেশনা অত্যন্ত
সময়োপযোগী। আদালতের নির্দেশ মেনে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগে
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।